২/১১/২০০১

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

রাজধানীর স্কুলে ভর্তির জন্য যুদ্ধ

বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই এবছর রাজধানীর উন্নত মানের স্কুলগুলোতে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টের ভাষায় আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীসহ অভিভাবকদের মধ্যে ভর্তিযুদ্ধের জন্য রীতিমতো প্রস্তুতি চলছে। দু'একটি স্কুল বার্ষিক পরীক্ষারও আগে ভর্তি ফরম বিক্রি শুরু করেছে, যদিও এসব স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। উন্নত মানের অন্য স্কুলগুলো এ মাসের মাঝামাঝি থেকে ভর্তি ফরম বিক্রি করবে, কোনো কোনো স্কুলে ফরম পাওয়া যাবে ডিসেম্বরের প্রথম পক্ষে। প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, ফরম যখনই ছাড়া হোক, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ডিসেম্বরের শেষভাগে। সামান্য কিছু স্কুলে হবে এ মাসের শেষ দিকে। সেই সাথে উল্লেখযোগ্য অন্য তথ্যটি হলো, এসব স্কুলে খুব বেশী সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী কিন্তু ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে না। যেমন ভিকারুননেসা নুন স্কুলের ৯টি শাখায় প্রথম শ্রেণীতে ৬০ জন করে ৫৪০ জন এবং ৪টি শাখায় ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৪০ জন করে মাত্র ১৬০ জনকে ভর্তি করা হবে। আরেক উন্নত মানের স্কুল হলিক্রস প্রথম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে মাত্র ১০০ জন করে ভর্তি করবে। উন্নত মানের অন্য স্কুলগুলোতেও প্রায় একই সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দেয়া হবে। ভর্তির জন্য কথিত যুদ্ধ প্রস্তুতির কারণও আসলে এটা– নির্ধারিত সংখ্যার চাইতে অনেক গুণ বেশী সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এবছরও চেষ্টা করবে, ভর্তি পরীক্ষা দেবে।

বলা দরকার, শুধু ফরম সংগ্রহ এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে লেখাপড়া করার মধ্যে এই প্রস্তুতি সীমাবদ্ধ নেই, একযোগে চলছে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে গিয়ে প্রস্তুতি নেয়ার কার্যক্রম। কোচিং সেন্টারগুলোও পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে সম্পূর্ণরূপে। ছাত্র-ছাত্রী প্রতি পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্তও ভর্তি ফি আদায় করছে তারা, পাশাপাশি রয়েছে মাসিক ট্যুইশন ফি। এ ধরনের কোচিংও আবার নিতে হয় কয়েক মাস ধরে এবং সপ্তাহে মাত্র দু'তিন দিনে দু'এক ঘণ্টা কোচিং করালেও ছাত্র-ছাত্রীরা প্রচণ্ড ভিড় করে এজন্য যে, এসব প্রতিষ্ঠান বিশেষ বিশেষ স্কুলে ভর্তির নিশ্চয়তা দিয়ে চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপন দেয় ও প্রচারণা চালায়। ফলে, সাধ্যের বাইরে গিয়ে হলেও অভিভাবকরা ছোটেন কোচিং সেন্টারগুলোতে। তারা যে কোনোভাবে এবং যে কোন মূল্যের বিনিময়ে সন্তানদের উন্নত মানের একটি স্কুলে ভর্তি করাতে চান।

কেন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সে বিষয়টিকে অবশ্যই বিবেচনায় নেয়া দরকার। মনে হতে পারে যেন রাজধানীতে স্কুলের সংকট রয়েছে। বাস্তবে কিন্তু স্কুল খুব কম নেই। সরকারী-বেসরকারী মিলিয়ে স্কুলের সংখ্যা প্রায় পাঁচশ'। সমস্যার কারণ আসলে এ সকল স্কুলের শিক্ষার মান ও পরিবেশ। উভয় ক্ষেত্রেই স্কুলগুলো অনেক পিছিয়ে রয়েছে; ভালো শিক্ষকের অভাবও এসেছে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা যথোচিত মান অর্জন করতে পারছে না, বিশেষ করে এসএসসি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়াসহ কৃতিত্ব দেখাতে ব্যর্থ হচ্ছে। অনেক স্কুলে এমনকি অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। অন্যদিকে রয়েছে বিশ-পঁচিশটি মাত্র এমন স্কুল, যেগুলোর ছাত্র-ছাত্রীরাই ঘুরেফিরে দখল করে নিচ্ছে মেধা তালিকার সকল স্থান। সাধারণভাবেও এসব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ভাল ফল অর্জন করছে। অভিভাবকরাও সে কারণে সন্তানদের এই স্কুলগুলোতে ভর্তি করাতে চেষ্টা করেন এবং এজন্য ভর্তিযুদ্ধেরও প্রস্তুতি নেন। এই ভর্তি প্রক্রিয়া যে সহজ নয়, সেকথা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। কোচিং সেন্টারের কথা আগেই জানানো হয়েছে– এসব প্রতিষ্ঠান সম্ভাব্য সকল পন্থায় অভিভাবকদের শোষণ ও হয়রানি করে এবং তা করা সম্ভব হয় এজন্য যে, অনেক ক্ষেত্রে ঐ উন্নত মানের স্কুলগুলোর অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা কোচিং সেন্টারে জড়িত থাকেন, অনেকে একাধিক সেন্টারেও কাজ করেন। ফলে কোচিং সেন্টারগুলোর মাধ্যমে অঘোষিতভাবে ঘুষ লেনদেন সম্পন্ন হয়, ব্যাপক হয় দুর্নীতি। ওদিকে ঐ স্কুলগুলোতেও রয়েছে অনেক ফাঁক-ফোকর তথা পরোক্ষ অনিয়ম। রয়েছে ডোনেশন তথা চাঁদার আড়ালে দুর্নীতিপূর্ণ পন্থা এবং মরিয়া অভিভাবকদের অনেককেই বাধ্য হয়ে দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হয়, গুনতে হয় বিপুল পরিমাণ অর্থ। এ অবস্থা অবশ্য সকল স্কুলে সমানভাবে বিদ্যমান নেই, কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রে সম্ভবত অভিযোগ অস্বীকার করাও সম্ভব নয়।

আমরা কথিত ভর্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির খবরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ না করে পারি না এবং মনে করি, পরিস্থিতিতে পরিবর্তন ঘটানো তথা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভর্তি হওয়ার সুযোগকে সহজ করে তোলার পদক্ষেপ নেয়া দরকার। উন্নত মানের স্কুলগুলোতে আসন সংখ্যা বাড়ানো একটি ফলপ্রসূ পদক্ষেপ হতে পারে সন্দেহ নেই, কিন্তু অনেক বেশী গুরুত্বের সঙ্গে দরকার অন্য সকল স্কুলে শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নত করা। যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিযুক্তি, আকর্ষণীয় বেতন প্রদান এবং দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধ করে তোলার মাধ্যমেই মানের উন্নতি নিশ্চিত করা যেতে পারে। একযোগে দরকার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেয়া, যাতে পর্যায়ক্রমে উন্নতি অর্জন করা সম্ভব হয়। আমরা মনে করি, এভাবে সরকারী-বেসরকারী স্কুলগুলোকে উন্নত করে তোলা ছাড়া ভর্তিযুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব নয় এবং প্রধান প্রচেষ্টা সে লক্ষ্যেই চালাতে হবে। আমরা একই সাথে কোচিং সেন্টারের নামে ব্যবসা তথা অভিভাবকদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করার এবং প্রয়োজনে কোচিং সেন্টারগুলোকেও নিয়মিত স্কুলে পরিণত করার আহ্বান জানাই। আমরা চাই, রাজধানীর প্রতিটি স্কুলেই শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নত হোক, যাতে কয়েকটি মাত্র স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে অভিভাবকদেরকেও প্রতিবছর যুদ্ধ করতে না হয়।